২) ভাষাগত ভিত্তিতে কাব্যের ভেদঃ —

কাব্য

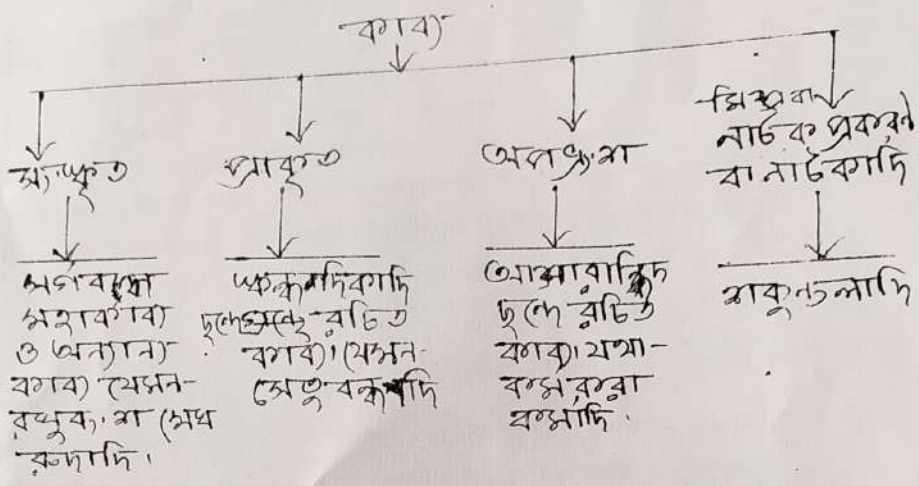

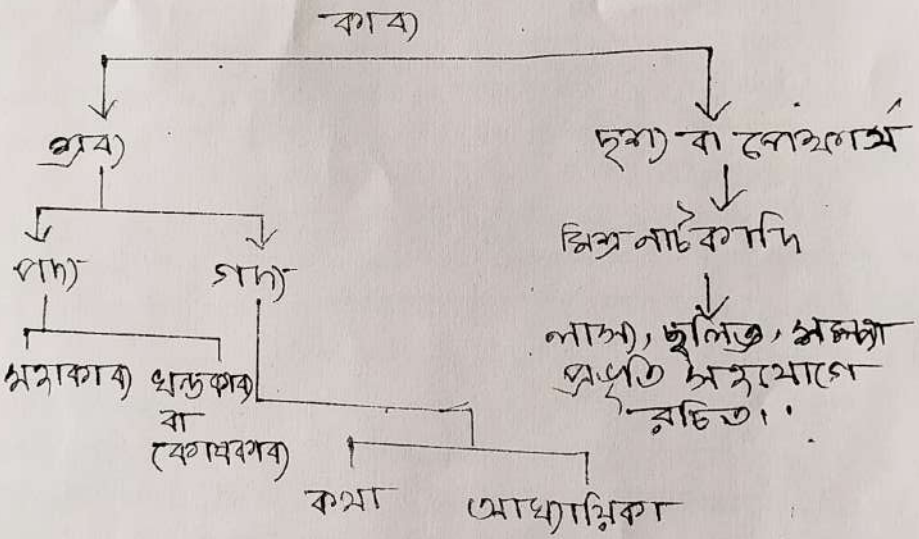

- সংস্কৃত
  - সর্গবদ্ধ মহাকাব্য ও অন্যান্য কাব্য যেমন- রঘুবংশ মেঘদূতাদি।
- প্রাকৃত
  - স্কন্ধকাদি ছন্দোবদ্ধে রচিত কাব্য। যেমন- সেতুবন্ধাদি
- অপভ্রংশ
  - আভীরাদি ছন্দে রচিত কাব্য। যথা- কংসবধাদি
- মিশ্রকাব্য নাটক প্রকরণ, বা নাটকাদি
  - শকুন্তলাদি

৩) দৃশ্যত্বে ও শ্রব্যত্বে ভেদে কাব্যের বিভাগঃ—

কাব্য

- শ্রব্য
  - পদ্য
    - মহাকাব্য
    - খণ্ডকাব্য বা কোষকাব্য
  - গদ্য
    - কথা
    - আখ্যায়িকা
- দৃশ্য বা প্রেক্ষার্থ
  - মিশ্র নাটকাদি
    - লাস্য, ছলিক, শম্যা প্রভৃতি সহযোগে রচিত।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে আচার্য দণ্ডী গদ্যকাব্যের মধ্যে কথা ও আখ্যায়িকা এই ভেদটি স্বীকার করেননি। কথা এবং আখ্যায়িকা দুটি নামমাত্র। সে প্রসঙ্গে দণ্ডীর বক্তব্য হল —

তৎ কথাখ্যায়িকেত্যেকা জাতিঃ সংজ্ঞাদ্বয়াঙ্কিতা
অত্রৈবান্তর্ভবিষ্যন্তি শেষাশ্চাখ্যানজাতয়ঃ।

কাব্য শরীরে উক্ত তিন প্রকার মুখ্য বিভাজনের পর আচার্য দণ্ডী আরও চারপ্রকার অপ্রধান ভেদের কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন-

তদেতদ্বাঙ্ময়ং ভূয়ঃ সংস্কৃতং প্রাকৃতং তথা
অপভ্রংশশ্চ মিশ্রঞ্চেত্যাহুরার্যাশ্চতুর্বিধম্।

অর্থাৎ সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও মিশ্র এই চার প্রকার ভাষা বৈচিত্র্যে বাঙ্ময় কাব্যও চারটি। যেমন- সর্গবন্ধো মহাকাব্য; খণ্ডকাব্য সংস্কৃত ভাষায়, স্কন্ধকাদি ছন্দে রচিত কাব্য প্রাকৃত ভাষায়। আসারাদি ছন্দে রচিত অপভ্রংশ ভাষায় রচিত কাব্য; নাটক প্রকরণ প্রভৃতি মিশ্র ভাষায় রচিত কাব্য কিন্তু কথা সকল ভাষাতেই রচিত হয়।

আচার্য দণ্ডী প্রথমে কাব্যের গদ্য পদ্য ও মিশ্র এই তিনটি ভাগ দেখিয়েছেন। শেষে আবার কাব্যকে দৃশ্য ও শ্রব্য ভেদে ভাগ করার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি অতি সংক্ষেপে নামমাত্র উল্লেখ করে বাঙ্ময় কাব্যে বিভাগগুলি প্রদর্শন করেছেন। সেই বাঙ্ময় কাব্যের অবান্তর ভেদগুলি রচনাগত, ভাষাগত ও দৃশ্যকাব্য ভেদগত এই তিনটি পর্যায় একটি ছকের মাধ্যমে প্রদর্শন করা যেতে পারে। যেমন—

(1) রচনাগত ভিত্তিতে কাব্যের ভেদ: —

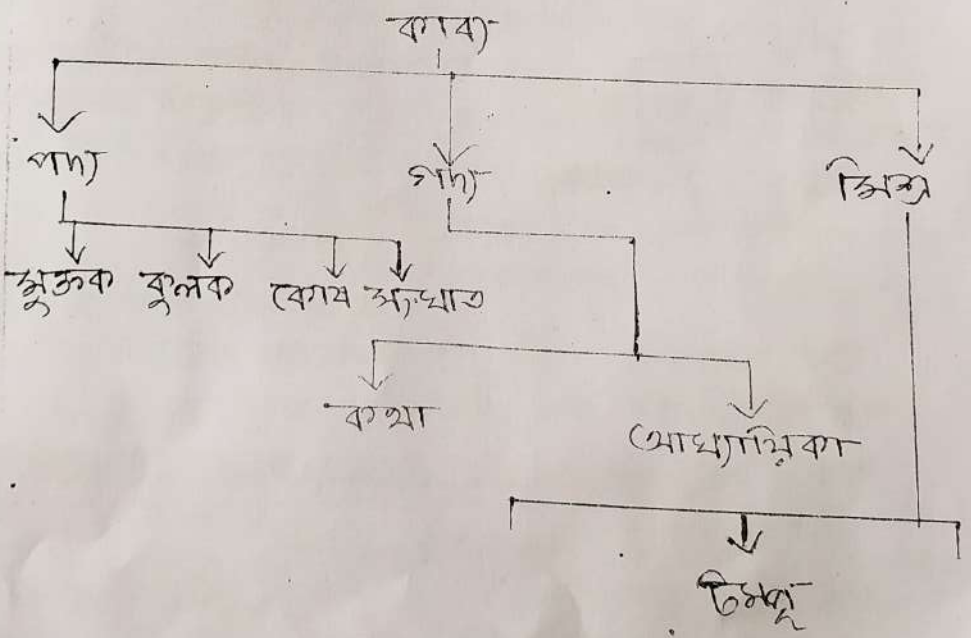

মুক্তকং কুলকং কোষঃ সংঘাত ইতি তাদৃশাঃ
সর্গবন্ধাং মহাপদ্যমন্তঃ পদ্যবিস্তরঃ
তবে মহাকাব্যের লক্ষণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে —
সর্গবন্ধো মহাকাব্যমুচ্যতে তস্য লক্ষণম্।
আশীর্নমস্ক্রিয়া বস্তুনির্দেশো বাপি তন্মুখম্।

আলোচ্য আলোচনায় পদ্য বিস্তার অর্থে মুক্ত, কুলক, কোষ, সংঘাত এই প্রভৃতিকে বোঝায়। মহাকাব্যের অঙ্গ রূপে বলে আচার্য দন্ডী এদের পৃথক কোন আলোচনা করেন নি তবে অগ্নি পুরান সাত প্রকার গদ্যকাব্য ভেদের কথা বলা হয়েছে সেখানে পুরনকার বলেছেন —

দন্ডীর মত কাব্যের দ্বিতীয় ভাগ গদ্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন গদ্য দুই প্রকার —
অপাদঃ পদসন্তানো গদ্যমাখ্যায়িকা কথা
ইতি তস্য প্রভেদৌ দ্বৌ তয়োরাখ্যায়িকা কিল।
অর্থাৎ পাদহীন পদ বিস্তারই গদ্য বা গদ্যময় কাব্য। কথা ও আখ্যায়িকা নামে ইহা দুই প্রকার এছাড়াও উপাদান জাতীয় যে সমস্ত গদ্যাশ্রয়ী গ্রন্থ আছে সেগুলি দন্ডীর মতে কথা ও আখ্যায়িকার অন্তর্ভুক্ত।

কাব্যের তৃতীয় ভেদ হল মিশ্রকাব্য। মিশ্রকাব্য সম্বন্ধে আচার্য দন্ডীর অভিমত। নাটকাদি মিশ্রকাব্যের অন্তর্ভুক্ত। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন — মিশ্রাণি নাটকাদীনি। এখানে নাটকাদি বলায় দশটি রূপক ও আঠারোটি উপরূপক ও মিশ্রকাব্যের অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকার্য। এগুলিতে পদ্য গদ্য উভয়েরই প্রাচুর্য আছে এছাড়া অন্য মিশ্র কাব্যকে চম্পূকাব্য বলা হয়। এই প্রসঙ্গে দন্ডীর বক্তব্য হল —
গদ্যপদ্যময়ী কাচিৎ চম্পূরিত্যভিধীয়তে।
যেমন ভোজ রচিত রাজা কৃত রামায়ন চম্পূ। এ প্রসঙ্গে বিচার্য যে — আখ্যায়িকাদির গদ্যকাব্য পদ্য অত্যন্ত অল্প সংখ্যক বলে চম্পূ গদ্যবাচী নয়।

Unit – I

Q. Mention different verities of 'কাব্য' as given by দণ্ডী in his 'কাব্যাদর্শ.'
(দণ্ডীর দৃষ্টিতে কাব্যের ভাগ – সম্পর্কে আলোচনা কর)

আচার্য দণ্ডী তাঁর "কাব্যাদর্শ" নামক গ্রন্থে কাব্য লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন —

শরীরং তাবদিষ্টার্থ ব্যবচ্ছিন্না পদাবলী।

সুখ্যাত কাব্য হল প্রাণময় উদ্দীপক আবলীর কথা আর কথায় হল কাব্যের শরীর। এই কাব্য শরীর পদ্য, গদ্য ও মিশ্র ভেদে ত্রিবিধ। এ প্রসঙ্গে আচার্য দণ্ডী তাঁর কাব্যাদর্শে বলেছেন –

পদ্যং গদ্যং মিশ্রং চ তত্ত্রিধৈবব্যবস্থিতম্।

পদ্য চারটি চরণ বিশিষ্ট – ইহা বৃত্ত; জাতি ভেদে দ্বিবিধ। এ প্রসঙ্গে দণ্ডীর বক্তব্য হল –

পদ্যং চতুষ্পদী তচ্চ বৃত্তং জাতিরিতিদ্বিধা

পদ্য কাব্য সম্বন্ধে আচার্য দণ্ডীর বক্তব্য হল – ছন্দোবদ্ধ পদ্যং অর্থাৎ ছন্দ বদ্ধ চারিচরণ যুক্ত – অর্থাৎ পদ্যকাব্য নামে অভিহিত। অপরপক্ষে —

অপাদঃ পদসন্তানো গদ্যম্ অথবা বৃত্তগন্ধোজ্ঝিতং গদ্যম্।

আচার্য দণ্ডী বলেছেন ছন্দোবদ্ধো যে পদ্য সেই ছন্দ বৃত্ত বা জাতি ভেদে নিরূপিত হয়। জাতি ছন্দ নিরূপিত হয় মাত্রা সংখ্যা দ্বারা, এ প্রসঙ্গেই অবশ্য গর্গদাস বলেছেন –

বৃত্তমক্ষরসংখ্যাতং জাতি মাত্রাকৃতা ভবেৎ।

তিন প্রকার কাব্যের মধ্যে পদ্য আবার মুক্তক, কুলক, কোষ, সংঘাত প্রভৃতি ভেদে উপভেদ পরিলক্ষিত হয়, তবে এগুলি সবই সর্গ বন্ধ মহাকাব্যেরই অঙ্গস্বরূপ। এ প্রসঙ্গেই বক্তব্যটি হল —